যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 14 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ক্ষোভ

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি গেজেট নিয়ে বিত

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

দেশের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজ ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত হলেও বর্তমানে এর শিক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ায় শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ এসেছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটির আদলে আসলে জগন্নাথকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়া আত্তীকরণ প্রশ্নেও শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষ।

২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জগন্নাথ কলেজকে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত করে আইন পাস হয়। এখন সেই গেজেটের কয়েকটি ধারা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক। অন্যদিকে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি বিষয়গুলোতে নীরব ভূমিকা পালন করছে। জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি গেজেট ২০০৫ ধারা ২৭(১)-এ বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের (মূলধন ব্যয় ব্যতিরেকে) নিরিখে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য বেতন ও ফিস নির্ধারিত হইবে।' এতে করে বছর বছর শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ফি, বেতন, অন্যান্য খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং তা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে খুব একটা পার্থক্য হবে না। ইতিমধ্যেই ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার ২০০৫-০৬ সেশনে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম ব্যাচে ভর্তি হতে একজন শিক্ষার্থীর ১৫ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে। ধারা ২৭(৪)-এ আছে, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় যোগান সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইবে এবং পঞ্চম বৎসর হইতে উক্ত ব্যয়ের শতভাগ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ও উৎস হইতে বহন করিতে হইবে।' ইউনিভার্সিটি অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত অবস্থা নিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যার নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস নেই, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই, কিংবা বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য নেই ল্যাব। এ অবস্থায় মাত্র পাঁচ বছর সময়সীমা কতোটুকু যুক্তিযুক্ত তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। ধারা ৫৬/৩(ক)-এ আছে, 'বিলুপ্ত কে শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ স্বয়ংক্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা ক হিসাবে আত্তীভূত হইবেন না।' আই ধারাটি নিয়ে বর্তমান শিক্ষকরা অ তারা জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতেই শিক্ষক হিসেবে থেকে যেতে চান। বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান ড আসাদুজ্জামান যায়যায়দিনকে ইউনিভার্সিটির হল নির্মাণসহ যে উন্নয়নমূলক কাজে সরকার আর্থিক স করবে। তবে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য ২৭/১ ও ধারাটি রাখা হয়েছে। শিক্ষকদের আই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তৃতীয় শ্রেণী এমন কোনো শিক্ষক ইউনিভার্সি থাকতে পারবেন না এবং একজন স অফিসারের বয়সসীমা ৫৭ বছর ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের ৬১ বছর। শিক্ষক এ বয়সসীমার পার্থক্যের ক ইউনিভার্সিটিতে থাকতে চাচ্ছেন।